বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী - ৩রা মে ২০০৩

বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দিবসে আমরা সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব পালনের অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করি। ধ্যান - ধারনা ও তথ্যের প্রবাহ বজায় না থাকলে দেশের ভেতর ও বাইরে শান্তি আরো সুদূর পরাহত হবে। কোথাও কোন প্রকার নিষেধ আরোপিত হলে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি মুক্ত ও স্বাধীন সংবাদ ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর সমাজসমূহের জীবনী শক্তি এবং তা স্বয়ং উন্নতির মূল অবলম্বন।

যে সমস্ত সাংবাদিক তাদের দায়িত্ব পালন কালে প্রাণ হারিয়েছেন বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দিবস তাদের স্মরণ করার এক উপলক্ষ। এই মুহুর্তে আমাদের অনেকেরই মনে পড়ছে ইরাক যুদ্ধে নিহত সেই ১৪ জন ও এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ২জন সাংবাদিকের কথা । আমরা এখনও জানিনা, সম্ভবত কখনও জানতেও পারবনাা ,এই সকল মৃত্যুর প্রকৃত কারণগুলো কি ছিল। সাংবাদিকদের সুরক্ষাপ্রদানকারী কমিটিকে (Committee to Protect Journalists) ধন্যবাদ দিয়ে বলতে চাই, আমরা যা জানি তা হলো যুদ্ধের খবরাখবর যারা সংগ্রহ করেন তাদের জন্য যুদ্ধ বরাবরই বিপজ্জনক হয়ে থাকে এবং সেই প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ সাংবাদিক, যারা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাদেরকে হত্যা করা হয়- ব্যক্তি মানুষ হিসাবে দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনা ফাসঁ করার জন্যে; গোপন স্বার্থের বিরুদ্ধে, তা সে আইনগত বা আইন বহির্ভূতই হোক, প্রতিবাদ করার জন্য এবং সংক্ষেপে, তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে ইচ্ছে করে হত্যার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। একই কারনে সাংবাদিকদের কারাবন্দী করা হয়। কমিটির মতে ২০০২ সালের শেষ ভাগে এই কারারুদ্ধ সাংবাদিকদের সংখ্যা ১৩৬। শতশত আরো অনেক সাংবাদিক নিপীড়ন, হুমকি ও শারিরীক লাঞ্ছনার শিকার হন। এই ব্যক্তিগত বিয়োগান্তক ঘটনাগুলো ছাপিয়ে যে ব্যাপারটি প্রতিভাত হয় তা হলো, এই ধরনের কাজ সামগ্রিকভাবে সমাজের উপর একটি ভীতিকর প্রভাব ফেলে - যেখানে ভিন্নমত ও যুক্তি -তর্কের কণ্ঠরোধ করা হয় । এই ধরনের আক্রমনকে অবশ্যই বরদাশত করা উচিত নয়। এই ধরনের অপরাধী দের অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

এই বছরে এমন এক সময়ে বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দিবস পালিত হচ্ছে যখন সংবাদ মাধ্যম সশস্ত্র বিরোধে এর ভুমিকার জটিলতা নিয়ে হিসেব-নিকেশ করছে এবং যুদ্ধের খবরাখবর প্রচারে প্রচার মাধ্যমকে নির্দেশনা প্রদান করবে এমন পেশাগত চর্চাসমূহের পাশাপাশি নীতিগত প্রথাসমূহ নির্ধারন করা এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে তাদের অব্যাহত দায়দায়িত্বের বিষয়টি নির্ধারন করার প্রয়াস চালাচ্ছে ।

সাংবাদিকতা সবসময়ই দুরুহ পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত । তবে যুদ্ধ এই দুরুহতার তীব্রতাকে আরো প্রকট করার প্রেক্ষিতে আপনি সমস্যার এক প্রকৃত মাইনক্ষেত্রে নিপতিত হন যেখানে বিদ্যমান থাকে: বস্তুনিষ্ঠতা বনাম প্রচার-প্রচারণা; অবিশ্বাস প্রবণতা বনাম উগ্র স্বাদেশিকতা; এক বিশাল চিত্রের প্রেক্ষাপট বনাম একক নাটকীয় প্রতিচ্ছবি; উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা আর সসৈন্য উপস্থিতির কারনে অর্জিত সুবিধার মধ্যে সুসাম্য আনার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকদের সংগ্রাম; মানব মর্যাদার প্রতি নিদারুন আঘাত এই মৃত্যু ও দুর্দশার প্রতিচ্ছবি তুলে না ধরে বেসামরিক নাগরিকদের নিকট যুদ্ধের ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলার আবশ্যকতা এবং পরিপূর্ণ সংবাদ প্রচারের ভুমিকা উপলব্ধি করা, গ্রাহ্য করা এবং দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্যকে হ্রাস করার মাধ্যমেই প্রকৃত অর্থে শেষ হয়ে যায় কিনা ।

জাতিসংঘে যে বিষয়টি বিশেষভাবে আমাদেরকে উৎপীড়িত করে তা হলো, বাছাই করার মানসিকতা ; আমাদের প্রশ্ন, কিছু কিছু সমস্যা ও পরিস্থিতি কেন প্রচার মাধ্যমকে আকর্ষন করে, যেখানে দৃশ্যত সমান গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়গুলো মনোযোগ আকর্ষনে ব্যর্থ হয়?

এই ধরনের প্রশ্নগুলোর কোন সহজ উত্তর নেই । এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার প্রেক্ষিতে আমি এই বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অন্তত একটি বৃহৎ বিষয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের আহবান জানাই । আশা করি আমরা এই ব্যাপারে সবাই ঐক্যমতে পৌঁছুতে পারব। বিষয়টি হলো : ঘৃনা সৃষ্টিকারী প্রচার মাধ্যম। রুয়ান্ডা এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতে বিশ্ববাসী গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রত্যক্ষ করেছে, যা অংশতঃ জাতীয়তাবাদী ও জাতিগতভাবে ঘৃনা প্রচারের ফলে সুচিত হয় এবং এটি গণ প্রচার মাধ্যম কর্তৃক প্রচারিত হয়। অতি সম্প্রতি, আইভরি কোষ্টে বহু প্রচার মাধ্যম এমন কিছু খবর পরিবেশন শুরু করে,যা গণআতংক উদ্রেককারী বার্তা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অবাস্তব দাবী এবং ব্যক্তি মানুষ ও দলগুলো বিশেষত নির্দিষ্ট বিদেশী বংশোদ্ভূতদের বিরুদ্ধে সহিংসতার উসকানি হিসাবে ব্যাপকভাবে আখ্যায়িত হয়। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে যে, তথ্যের অপব্যবহার ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

Radio Television Mille Collines কর্তৃক গণহত্যাকে উৎসাহিত করায় সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টির উপর ভিত্তি করে রুয়ান্ডা বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচার কার্য পরিচালনার বিষয়টি একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু ভবিষৎতে আমাদের এই ধরনের উসকানিমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে সফল হওয়াটাই হলো আসল বিষয়। এই ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক হলো মুক্ত ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যম গঠন করা, যারা সমাজের সকল অংশের প্রয়োজন মেটাবে। জাতিসংঘ বহু দেশে তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে পেশাগত মান ও অবাধ বিনিময়কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ প্রচার ব্যবস্থা ও অন্যান্য উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করতে প্রচার মাধ্যম ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। আমাদের এই ধরনের আরো অংশীদারিত্ব প্রয়োজন এবং এগুলোকে আমাদের দীর্ঘকাল ধরে রাখতে হবে।

তথ্য সমাজ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের প্রথম পর্ব আগামী ডিসেম্বরে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ‘তথ্যসমাজ’ শব্দটি আমাদের সময়ের চিত্রকে ধরে রাখার একটি প্রয়াস। অন্যরা একে ডিজিটাল যুগ বা তথ্য যুগ বলে অভিহিত করেছে। যে শব্দই আমরা ব্যবহার করি না কেন, যে সমাজ আমরা গড়ছি তাকে অবশ্যই হতে হবে মুক্ত ও বহু মানুষের- যে খানে সকল দেশের সকল মানুষের তথ্য ও জ্ঞানের জগতে প্রবেশাধিকার থাকবে। প্রচার মাধ্যম আমাদেরকে এই লক্ষ্য অর্জন ও এই ডিজিটাল বিভাজনকে দূরীভুত করার ক্ষেত্রে অন্য যে কেউ অপেক্ষা বেশী সহায়তা করতে পারে। এবং এই সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার ব্যাপারে দৃঢ অঙ্গীকার ব্যক্ত করলে সাংবাদ মাধ্যমও এই সম্মেলন হতে সুফল লাভ করতে পারে। আমি আশা করি সংবাদ মাধ্যম পূর্ণ পেশাগত উদ্দীপনা সহকারে এই সম্মেলনের বিষয়ে তথ্যাদি প্রচার করবে।

(UNIC ঢাকা, বাংলাদেশ)

** ** **